ও নিষিদ্ধ ছিল না, বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল, সাধারণতঃ বিধবা রমনী তার দেবরকেই বিবাহ করতে পারতেন। প্রয়োজনে যে কোন বিধবা রমনী নিয়োগপ্রথা গ্রহণ করতে পারতেন, তাতে সামাজিক সমথন ছিল অথাৎ কোন পরুষ সন্তানোৎপাদনের অক্ষম হলে বা সন্তান জন্মানোর আগেই কোন পুরুষের মৃত্যু হলে তার বিধবা পত্নী দেবর অথবা কোন জ্ঞাতিকে দিয়ে প্রয়োজনীয় সন্তানোৎপাদন করে নিতে পারতেন।

সাধারণতঃ নানাবিধ সাজসজ্জায় ও অলংকারে নারীগণ সুসজ্জিতা থাকতে ভালবাসতেন। নানাবিধ শিল্প ও ললিতকলায় বৈদিক যুগের রমনীগণ সুনিপুনা ছিলেন। সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যেও তাঁরা ছিলেন পারদর্শিনী এবং অন্যান্য কঠিন কর্মে যেমন যুদ্ধবিদ্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁরা বিশেষ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। মুদ্গলের স্ত্রী মুদ্গলানী নামে জনৈকা বীরাঙ্গনা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর রথচালনা করেছেন এবং অসংখ্য শত্রুসৈন্যকে বিধ্বস্ত করেছেন। বিশ্পলা নাম্নী অপর একজন এক রমনীর বীরত্বকাহিনীও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্পলা তাঁর একটি উরুতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, শল্য চিকিৎসার সাহায্যে তাঁর দেহে একটি লৌহনির্মিত কৃত্রিম উরু সংযোজিত হয়েছিল। সুতরাং সমাজের বহুমুখী ক্ষেত্রে বৈদিক যুগের নারীর ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল এবং সবিশেষ মর্যাদাকর, কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতীয় নারী সমাজের সেই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে।

বৈদিক ব্যাকরণ

(১। উপসর্গের ব্যবহার ঃ— আচার্য যাস্কের মতে চতুর্বিধপদে অন্যতম হলো উপসর্গ। তাঁর মতে উপসর্গগুলির নিজস্ব অর্থ আছে, যেমন 'আ' এই উপসর্গটি সন্নিকৃষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়, 'প্র', 'পরা', 'আ' উপসগে'র বিপরীতার্থের প্রকাশক। এইরূপ 'উপ' আধিক্য বা বৃদ্ধি, 'পরি' সর্বতোভাব, 'অধি' আধিপত্য, 'সু' প্রাশস্ত্য, 'সম্' মিলন বা মিশ্রণ ইত্যাদি অর্থের প্রকাশক। আচার্য শাকটায়ন অবশ্য উপসর্গের অর্থবত্তা সমর্থন করেন না। তাঁর মতে উপসর্গগুলির নিজস্ব কোন অর্থ নেই, এরা ধাতুর অর্থ পরিবর্তিত করে।

মহাবৈয়াকরণ পাণিনি উপসর্গের প্রয়োগ ব্যাপারে সূত্র করেছেন— 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে।' 'তে প্রাগ্ধাতোঃ'। ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকলে প্র, পরা প্রভৃতিকে উপসর্গ বলে, এগুলি ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত হয়। প্র, পরা প্রভৃতি ২০টি নিপাত জাতীয় অব্যয়ের নাম উপসর্গ—

"প্র-পরাগ-সমন্বব-নির্দুরভি-ব্যধি-সুদতি-নি-প্রতি-পর্যপয়ঃ।
উপ-আঙিতি বিংশতিরেষ সখে উপসর্গবিধিঃ— কথিত কবিনা।।"

উপসর্গগুলি ধাতুর অর্থকে বলপূর্বক পরিবর্তিত করে দিতে পারে—

"উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদ্ অন্যত্র নীয়তে।
প্রহারাহার-সংহার-বিহার-পরিহারবৎ।।"

এছাড়া উপসর্গগুলির আরোও কাজ হলো—

"ধাত্বর্থং বাধতে ক্বচিৎ ক্বচিৎ তমনুবর্ততে।
বিশিনষ্টি তমেবার্থম্ উপসর্গগতিস্ত্রিধা।।"

লৌকিক সংস্কৃত উপসর্গ সর্বদা ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত হলেও বৈদিক সংস্কৃতে উপসর্গ ব্যবহারের বহু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। লৌকিক সংস্কৃতে উপসর্গ'তে উপসর্গগুলি সবদা— "তে প্রাগধাতোঃ" ধাতর পবে বসবে, কিন্তু বৈদিক সংস্কতে— "ছন্দসিপরেহপি" এবং "ব্যবহিতাশ্চ'। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— আ চিদ্বাজং দর্দর্ষি। এখানে উপসর্গ ও ধাতুর মাঝখানে অন্যশব্দের ব্যবধান ঘটেছে। লৌকিক নিয়মে হওয়া উচিত 'আ দর্দর্ষি। আবার 'উপত্বাগ্নে দিবে দিবে, দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি। এখানে উপসর্গ ও ধাতুর মধ্যে বিরাট ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়, এখানে আদিতে উপসর্গের ব্যবহার শেষে ধাতুর অবস্থিতি 'উপ এমসি'।

উপসর্গ বৈদিক সংস্কৃতে ধাতুর পরেও বসে, যথা—দধত আ = আ-দধতঃ। চরত অভি = অভি-চরত। যাহি আ = আয়াহি।

কখনো কখনো মন্ত্রে চরণের অক্ষর সংখ্যা পূরণ করার জন্য উপসর্গের দ্বিত্ব হয়, যেমন— 'উপোপ মে পরামৃশ', 'প্র-প্রায়ম্ অগ্নিঃ, 'সংসম্ ইদ্যুবসে।'—সূত্র "প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে"।

তাছাড়া প্রধান বাক্যের উপসর্গগুলি ধাতুর সঙ্গে সমাসবদ্ধ নয় এবং সেগুলি আদ্যুদাত্ত, কিন্তু অপ্রধানবাক্যের উপসর্গগুলি সমাসবদ্ধ,অবস্থায় থাকে এবং সেখানে ধাতুর স্বরই রক্ষিত হয়। যথা— 'মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি।' কিন্তু 'অগ্নে যং যজ্ঞম্ অধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূঃ অসি।'

উপসর্গের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈদিক সংস্কৃতের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো ক্রিয়াবিহীন উপসর্গের ব্যবহার অর্থাৎ কোন ক্রিয়াই নেই, উপসর্গ আছে এখানে ক্রিয়াপদ গম্য। যেমন— 'আ তু ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব।' এখানে 'আ' এর অর্থ আগচ্ছ। আবার উপসর্গের ব্যবহারের দ্বারা অনেক সময় বিশেষ বিশেষ বিভক্তি বোঝা যায়, যথা— 'মর্যো ন যোষাম্ অভ্যেতি পশ্চাৎ।' এখানে অভি উপসর্গের ব্যবহৃত হওয়া যোষাম্ ২য়া বিভক্তি হয়েছে। 'অসূর্যা উপ সূর্যে।' উপ এহ উপসর্গযোগে সূর্যে ৭মী বিভক্তি হয়েছে। গার্গ্য, শাকটায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণদের সময়ে প্র, পরা প্রভৃতি শব্দকেই উপসর্গ বলে গণ্য করা হতো,

Scanned with OKEN Scanner

সেগুলি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হলে উপসর্গ হবে এমন ধারণা সম্ভবতঃ ছিল না। যাই হোক্ বৈদিক সংস্কৃতে উপসর্গের এই বিচিত্র ব্যবহার ভাবপ্রকাশের বলিষ্ঠতার এক অন্যতম কারণ বলা যায়।

২। ক্ত্বাচ্ ও ল্যপ্ প্রত্যয়ের ব্যবহার ঃ— (Gerund) পাণিনি বলেছেন 'সমান কর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে' (৩/৪/২১) অর্থাৎ সংস্কৃতে একাধিক ক্রিয়ার একজন কর্তা হলে পূর্বকালীন ক্রিয়াবোধক ধাতুর উত্তরে ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। ক ইৎ যায়, ত্বা থাকে। বাংলা ভাষায় যেখানে যাইয়া, খাইয়া, করিয়া ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় বৈদিক ও লৌকিক উভয় সংস্কৃত ভাষাতেই সেখানে ক্ত্বাচ্ ও ল্যাপ্ প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। 'সমাসেহনঞ্ পূর্বে ক্ত্বো ও ল্যপ্'(৭/১/৩৭) অর্থাৎ নঞ্ ভিন্ন অব্যয়ের সঙ্গে সমাস হলে ক্ত্বাচ্ স্থানে ল্যপ্ প্রত্যয় হয়। ল্ প্ ইৎ যায়, য থাকে। ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ অসমাপিকা ক্রিয়া এবং এগুলি অব্যয়। যেমন— গম্ + ক্ত্বাচ্ = গত্বা কিন্তু আ—গম্ + ল্যপ্ = আগম্য বা আগত্য ইত্যাদি। নঞ্ এর সঙ্গে সমাসে ল্যপ্ হয় না, যথা— ন কৃত্বা = অকৃত্বা। উভয় ক্রিয়ার কর্তা একজন না হলে ক্ত্বাচ্ বা ল্যপ্ হয় না।

বৈদিক সংস্কৃতে ক্ত্বাচ্ ও ল্যপ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতে ক্ত্বাচ্ ও ল্যপ্ প্রত্যয় সাধারণতঃ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতে দুটি প্রত্যয়ের একই সঙ্গে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যেমন—হিত্বায়। এখানে হা ধাতুর উত্তরে ক্ত্বাচ্ করে হিত্বা, পুনরায় ল্যপ্ প্রয়োগ করে হিত্বায় পদ সিদ্ধ হয়েছে। অবশ্য পানিনির মতানুসারে এখানে শুধু ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়েরই ব্যবহার হয়েছে, ল্যপ হয়নি। এখানে যক্ আগম হয়ে হিত্বায় হয়েছে এবং এই আগম কিৎবলে প্রত্যয়ের পরে প্রযুক্ত হয়েছে।

ক্ত্বাচ্ ও ল্যপ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগে লৌকিক সংস্কৃতের সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতের আরো একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো এই যে, সংস্কৃতে উপসর্গ আগে যুক্ত থাকলে তার উত্তরে ক্ত্বাচ্ না হয়ে ল্যপ্ হয়, যথা— নম্ + ক্ত্বাচ্ = নত্বা; কিন্তু প্র—নম্ + ল্যপ্ = প্রণম্য ইত্যাদি হয়। কিন্তু বেদে উপসর্গ পূর্বে থাকলেও ক্ত্বাচ্ হয়, যেমন—পরিধাপয়িত্বা। এই কারণেই পাণিনিকে সূত্র করতে হয়েছে— 'ক্ত্বাপি ছন্দসি।' তাছাড়া বেদে ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ের পরিবর্তে ক্ত্বী, ক্ত্বীনম্ ইত্যাদি প্রত্যয়ও ব্যবহৃত হয়, যথা— স্নাত্বী, পীত্বী, কৃত্বী, হিত্বী, ইষ্ট্বীনম্। এজন্য পাণিনি সূত্র করেছেন 'স্নাত্ব্যাদয়শ্চ', 'ইষ্ট্বীনম্ ইতি চ।' ইত্যাদি।

৩। তুমর্থ প্রত্যয় (Infinitives) ঃ— 'তুমুন্ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম (৩/৩/১০)' ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া উপপদ থাকলে অর্থাৎ একটি ক্রিয়ার জন্য অনুষ্ঠিত অন্য ক্রিয়া নিকটে থাকলে নিমিত্তবোধক ক্রিয়ার ধাতুর উত্তরে তুমুন্ প্রত্যয় প্রযুক্ত

Scanned with OKEN Scanner